রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ২৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১৩, ২০১৯

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৮৯—২৯৯	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৭
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৫১—৬৮৬	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪৮৩—২৫০৪	(৬) ....তারিখে সমাপ্ত বাৎসরিক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ বৈশাখ ১৪২৬ ব:/০৬ মে ২০১৯ খ্রি:

নং ০৩.০৬৮.০০৬.০৯.০০.০২৪.২০১৪(অংশ-৩)-২৭২—অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং খাস জমিতে অবৈধ বসবাসকারী ভূমিহীন ব্যক্তিদের গৃহ হারানোর ফলে গৃহহীন স্থানীয় জনগণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হলো :

১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
২. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
৩. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
৪. জেলা প্রশাসক, ফেনী
৫. পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
৬. পুলিশ সুপার, ফেনী
৭. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা, Super Petrochemical Ltd.

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং খাস জমিতে অবৈধ বসবাসকারী ভূমিহীন ব্যক্তিদের গৃহ হারানোর ফলে গৃহহীন স্থানীয় জনগণ এবং ব্যক্তি/পরিবারকে আবাসনের ব্যবস্থা করার এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতির মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জিয়াউল হক
পরিচালক-১।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি অনুবিভাগ
বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-৮০—ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS (Schedule I of The Rules of Business, 1996) (Revised up to April 2017) এর Ministry of Public Administration অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক পবিত্র "শব-ই-বরাত" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পূর্ব ঘোষিত ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ রবিবার এর পরিবর্তে ২২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ সোমবার নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ বৈশাখ ১৪২৬/১৫ এপ্রিল ২০১৯

নং ০৫.১৪৬.১১.০০.০০.০২৯.২০১৩-১৭৮—যেহেতু, জনাব মোস্তাক উদ্দীন আহমেদ (পরিচিতি নম্বর : ৬৬৫৩), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৪ নভেম্বর ২০১৩ হতে ০১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত লিয়েনের মেয়াদ শেষে কর্মস্থলে যোগদান করেননি অর্থাৎ তিনি লিয়েনসহ একাধারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের বেশি সময় সরকারের কর্ম হতে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ০৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে তাঁর সরকারের কর্ম হতে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হয়েছে;

সেহেতু, একনাগারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল কর্তব্য (ডিউটি) হতে অনুপস্থিত থাকায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৩৪ এর বিধান অনুযায়ী গত ০৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে জনাব মোস্তাক উদ্দীন আহমেদ (পরিচিতি নম্বর : ৬৬৫৩)-এর চাকরির অবসান হয়েছে। সরকারি চাকরির অবসান ঘটায় সরকারের নিকট থেকে তিনি কোন আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ : ১০ বৈশাখ ১৪২৬/২৩ এপ্রিল ২০১৯

নং ০৫.১৪৬.১১.০০.০০.০৩০.২০১৩-১৯২—যেহেতু, জনাব সঞ্জীব কুমার দেবনাথ (পরিচিতি নম্বর : ৭৬৮৩), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত লিয়েনের মেয়াদ শেষে অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান করেননি অর্থাৎ তিনি লিয়েনসহ একাধারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের বেশি সময় সরকারের কর্ম হতে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে তাঁর সরকারের কর্ম হতে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হয়েছে;

সেহেতু, একনাগারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল কর্তব্য (ডিউটি) হতে অনুপস্থিত থাকায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৩৪ এর বিধান অনুযায়ী গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে জনাব সঞ্জীব কুমার দেবনাথ (পরিচিতি নম্বর : ৭৬৮৩)-এর চাকরির অবসান হয়েছে। সরকারি চাকরির অবসান ঘটায় সরকারের নিকট থেকে তিনি কোন আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ বৈশাখ ১৪২৬ ব./০৫ মে ২০১৯ খ্রি.

নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪১.০২৭.১৫-৪৮—মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর ১৮-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১২.৩৫. ০১১. ১৭.৭৬ নং প্রজ্ঞাপনে হাওড়/দ্বীপ/চর হিসেবে ঘোষিত ১৬টি উপজেলায় কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণকে মাসিক নিম্নবর্ণিত হারে "হাওড়/দ্বীপ/চর ভাতা" প্রদানে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড নং		হাওড়/দ্বীপ/ চর ভাতার পরিমাণ
গ্রেড নং	২০	১৬৫০/-
"	১৯	১৭০০/-
,,	১৮	১৭৬০/-
"	১৭	১৮০০/-
"	১৬	১৮৬০/-
"	১৫	১৯৪০/-
"	১৪	২০৪০/-
"	১৩	২২০০/-
"	১২	২২৬০/-
"	১১	২৫০০/-
"	১০	৩২০০/-
"	৯	৪৪০০/-
"	৮	৪৬০০/-
"	৭ ও তদূর্ধ্ব	৫০০০/-

২। এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে উক্ত ভাতা কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান
অতিরিক্ত সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কর্মসংস্থান শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মে ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৪৯.০০.০০০০.১০১.১১.০২৭.১৫-৯৪৯—বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯(৫) এবং রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি-৮ অনুযায়ী বিদেশে বাংলাদেশি জনশক্তি প্রেরণে নিয়োজিত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের জামানত, লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো :—

ক্রম	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
ক)	জামানতের পরিমাণ	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা
খ)	নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্সের আবেদন ফি	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা
গ)	লাইসেন্স নবায়ন ফি (প্রতি ০৩ বছরের জন্য)	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা পত্র জারির তারিখ হইতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবুল হোসেন
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মে ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৪৯.০০.০০০০.১০১.১১.০২৭.১৫-৯৪৯—বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯(৫) এবং রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি-৮ অনুযায়ী বিদেশে বাংলাদেশি জনশক্তি প্রেরণে নিয়োজিত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের জামানত, লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো :—

ক্রম	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
ক)	জামানতের পরিমাণ	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা
খ)	নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্সের আবেদন ফি	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা
গ)	লাইসেন্স নবায়ন ফি (প্রতি ০৩ বছরের জন্য)	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা পত্র জারির তারিখ হইতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবুল হোসেন
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪২৬/১৭ এপ্রিল ২০১৯

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৭০.১৮-১৭৪—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএসএস-**১১৮০৪৫** মেজর মোঃ মিজানুর রহমান মিয়া, এডিসি-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি এ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরি বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ চৈত্র ১৪২৫/০৮ এপ্রিল ২০১৯

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৯.১০-২৯—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে, ১৭ এপ্রিল ২০১৯ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের জন্য শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পকে-উক্ত আইনের ধারা ১০০, ১০২ এবং ১০৫ এর প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করিল :

শর্তাবলী :

১। অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য প্রচলিত বিধান মোতাবেক সাধারণ হারের দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;

২। কোন শ্রমিক দ্বারা তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন কার্যদিবসে অতিরিক্ত ০৪ (চার) ঘন্টার অধিক সময় কাজ করানো যাইবে না;

৩। প্রত্যেক শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে ০১ দিন করিয়া সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে;

৪। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

৫। কোন শ্রমিক দ্বারা সপ্তাহে ৬০ (ষাট) ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হানিফ সিকদার
উপসচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ বৈশাখ ১৪২৬/২৪ এপ্রিল ২০১৯

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.০১.০০১.১৮-১৭১—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি'র সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিম্নের ছকে উল্লিখিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট প্রযোজককে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অনুদান প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :

(ক) শিশুতোষ শাখা :

ক্র: নং	চলচ্চিত্রের নাম	প্রযোজক/প্রস্তাবকের নাম	পরিচালকের নাম	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
০১	নসু ডাকাত কুপোকাত	জনাব আবু রায়হান মোঃ জুয়েল	জনাব আবু রায়হান মোঃ জুয়েল	৬০.০০ লক্ষ	

(খ) প্রমাণ্যচিত্র শাখা :

ক্র: নং	চলচ্চিত্রের নাম	প্রযোজক/প্রস্তাবকের নাম	পরিচালকের নাম	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
০১	বিলকিস এবং বিলকিস	মিজ হুমায়রা বিলকিস	মিজ হুমায়রা বিলকিস	৩০.০০ লক্ষ	
০২	মেলাঘর	জনাব পূরবী মতিন	জনাব পূরবী মতিন	৩০.০০ লক্ষ	

(গ) সাধারণ শাখা :

ক্র: নং	চলচ্চিত্রের নাম	প্রযোজক/প্রস্তাবকের নাম	পরিচালকের নাম	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
০১	রাত জাগা ফুল	মীর সাব্বির	মীর সাব্বির	৬০.০০ লক্ষ	
০২	বিধবাদের কথা	জনাব খান শারফুদ্দীন মোহাম্মদ আকরাম (আকরাম খান)	জনাব খান শারফুদ্দীন মোহাম্মদ আকরাম (আকরাম খান)	৬০.০০ লক্ষ	নাম পরিবর্তন করা সাপেক্ষে।
০৩	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	কাজী মাসুদ	জনাব হোসনে মোবারক রুমি	৫০.০০ লক্ষ	গল্প/পান্ডুলিপি পরিমার্জন/ সংশোধন সাপেক্ষে।
০৪	১৯৭১ সেইসব দিন	মিজ লাকী ইনাম	মিজ হৃদি হক	৫০.০০ লক্ষ	গল্প/পান্ডুলিপি পরিমার্জন/ সংশোধন সাপেক্ষে।
০৫	এই তুমি সেই তুমি	মিজ সারাহ বেগম কবরী	মিজ সারাহ বেগম কবরী	৫০.০০ লক্ষ	গল্প/পান্ডুলিপি পরিমার্জন/ সংশোধন সাপেক্ষে।

অনুদানের শর্তাবলি :

০১. চলচ্চিত্রগুলোর নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য গঠিত উপ-কমিটির পরামর্শ/সুপারিশ মতে চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

০২. সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিল্পী/কলাকুশলী/গল্প/চিত্রনাট্যের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না;

০৩. অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ০৯ (নয়) মাসের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ সমাপ্ত করতে হবে;

০৪. অনুদানে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ০২ ঘন্টার বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে অনুদান কমিটির বিবেচনায় সঙ্গত মনে হলে প্রক্ষেপণ সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে;

০৫. নির্বাচিত চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত অনুদানের ১ম কিস্তি হিসেবে অনুদানের ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। অনধিক ০৩ মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের কমপক্ষে ৩০% ভাগ চিত্রায়নের পর অনুদান কমিটি কর্তৃক চিত্রায়িত অংশ সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে ৩৫ মি.মি. ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রকে অনূর্ধ্ব আরো ৫০% এবং ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রকে অনূর্ধ্ব ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে;

০৬. ৩৫ মি.মি. ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে। ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষাপূর্বক অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে হার্ডডিস্ক/ডিভিডি ফরম্যাটে একটি কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে। তবে কমিটি চলচ্চিত্রটি দেখে সঙ্গত কারণ থাকলে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার অনুদানের টাকার পরিমাণ কমাতে পারবে;

০৭. অনুদানে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। সে ক্ষেত্রে সরকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

০৮. সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তবে চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে যুক্ত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার নিজ জিম্মায় গ্রহণ করার আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং প্রদত্ত অনুদানের অর্থ প্রচলিত সুদসহ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য আইনগত যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

০৯. নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে;

১০. অনুদান প্রদানের পরও সরকার যে কোনো যুক্তিসংগত শর্ত আরোপ করতে পারবে;

১১. অনুদানপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলী বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশি এক বা একাধিক কলাকুশলীর প্রয়োজন হয়, তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে উক্তরূপ সংখ্যক কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবে;

১২. উপরের ছকে বর্ণিত প্রস্তাবিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রত্যেক প্রযোজক তাঁদের নামের পার্শ্বে ৫নং কলামে উল্লিখিত হারে অনুদান পাবেন;

১৩. সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্র বিএফডিসিতে নির্মাণের সুবিধা গ্রহণ করতে চাইলে বিএফডিসি বিধি মোতাবেক তাদের সার্ভিস চার্জে ৫০% ছাড় দিতে পারে;

১৪. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের গল্প/কাহিনী/চিত্রনাট্যের জন্য গল্প লেখক/চিত্রনাট্যকারগণকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে। সে ক্ষেত্রে কোনো চলচ্চিত্রের গল্প লেখক/চিত্রনাট্যকার একাধিক হলে এ টাকা সমহারে বিভাজ্য হবে;

১৫. সরকারি অনুদানে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজককে অবহিত রেখে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করে;

১৬. অনুদানের অর্থ গ্রহণের পর চলচ্চিত্র নির্মাণ না করা হলে প্রযোজককে সমুদয় অর্থ প্রচলিত সুদসহ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

১৭. কোনো প্রযোজক অনুদানের অর্থ গ্রহণের পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে অনুদানের অর্থ বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোনো ধরনের সুবিধা দাবি করতে পারবেন না;

১৮. প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে কমপক্ষে 2K Resolution-এ অথবা ৩৫ মিঃমিঃ ফরমেটে নির্মাণ করা যাবে। তবে নির্মিত চলচ্চিত্রটি অবশ্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রদর্শনের উপযোগী হতে হবে;

১৯. প্রতি কিস্তির অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সাথে চলচ্চিত্র নির্মাণ কার্যাদির তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে কার্য তফসিল (Work Schedule), সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বতন কিস্তির সমন্বয় হিসাব জমা প্রদান করতে হবে;

২০. নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে;

২১. সরকারি অনুদানে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের স্বত্ব কোনো ভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না;

২২. প্রযোজক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান নিয়মাবলি'র বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করবেন এবং সরকারি বিধি অনুযায়ী কর/ভ্যাট প্রদান করবেন;

২৩. প্রযোজক শুটিং পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন ও সে মোতাবেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন; এবং

২৪. উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পালনকল্পে নির্বাচিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজক অনতিবিলম্বে ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পে সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং চলচ্চিত্রটি কোন্ ফরমেটে (ডিজিটাল অথবা ৩৫ মিঃ মিঃ) নির্মিত হবে তা লিখিতভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ইকরামুল হক সরকার
উপসচিব।

টিভি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ বৈশাখ ১৪২৬/২৩ এপ্রিল ২০১৯

নং ১৫.০০.০০০০.০২৪.১৮.১৭১.১৫-১৭৪(৯)—কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৮ নং আইন) এর ধারা ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১০ এর বিষয়ে (এস.আর.ও. নং ২৪৬ আইন/২০১৮) গত ১৮ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০২ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত সংশোধনী আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ বৈশাখ ১৪২৬/০৬ মে ২০১৯

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.৪০.১৫-১১৯—যেহেতু, জনাব হাসান মুহাম্মদ বেনী আমীন, সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (উত্তর), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়, প্রশাসন-১ শাখার স্মারক নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.০৮.১১০.০৪-১৭৩৩, তারিখ : ০৩-০৭-২০১২ এর মাধ্যমে তাকে Norwegian State Educational Loan Fund (NSELF) স্কলারশীপ এর অধীনে নরওয়ের বার্গেন ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স-ইন-পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ০১-০৮-২০১২ হতে ৩১-০৭-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ২ (দুই) বৎসরের অসাধারণ ছুটিসহ বিভিন্ন শর্তে দেশ (বাংলাদেশ) ত্যাগ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। মাস্টার্স-ইন-পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে অধ্যয়নের পর গত ০১-০৮-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকুরীতে যোগদানের কথা থাকলেও তিনি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন, যা দ্বারা শিক্ষা ছুটির মঞ্জুরি পত্রের 'ঙ' এর শর্ত "উচ্চ শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ০৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েতে চাকুরী করতে হবে" ভঙ্গ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিতে উল্লিখিত 'অসদাচরণ' (Misconduct) ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১১-২০১৫ তারিখে ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০৪০.১৫-২১২ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড উইথ এডি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানানোর জন্য বলা হয়;

যেহেতু, ডাক বিভাগ থেকে তার ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী 'প্রাপক উক্ত ঠিকানায় না থাকায় চিঠি ফেরত' মর্মে মন্তব্যসহ ফেরত আসে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব হাসান মুহাম্মদ বেনী আমীন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এবং ৩(সি) বিধিতে বর্ণিত 'ডিজারশন' এর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব হাসান মুহাম্মদ বেনী আমীন-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপির) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩) (খ) {সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪ ৩ (ডি)} মোতাবেক কেন তাকে "চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" দণ্ড আরোপ করা হবে না, উল্লেখ করে ১৫-১০-২০১৮ তারিখে ৫৪.০০.০০০০.০২৩.০২৭.৪০.১৫-৩৪১ নং স্মারকমূলে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশটি তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলে "প্রাপক এই ঠিকানায় থাকে না বিধায় ফেরত" মর্মে মন্তব্যসহ ডাক বিভাগ হতে ফেরত আসে। ২য় কারণ দর্শানো নোটিশটি 'The Daily Star' পত্রিকায় ০৭-০২-২০১৯ তারিখে এবং 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় ০৮-০২-২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হওয়ার পরও জনাব হাসান মুহাম্মদ বেনী আমীন কোনো প্রকার যোগাযোগ করেননি;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় জনাব হাসান মুহাম্মদ বেনী আমীন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এবং ৩(সি) বিধিতে বর্ণিত 'ডিজারশন' এর অপরাধে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০১ আগস্ট ২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে তাকে সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্ত' (dismissal from service) করণের প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০১ আগস্ট ২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে জনাব হাসান মুহাম্মদ বেনী আমীন, সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (উত্তর), বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী-কে সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্ত' (dismissal from service) করা হলো।

এ আদেশ তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০১-০৮-২০১২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশাবলি

তারিখ : ১১ বৈশাখ ১৪২৬/২৪ এপ্রিল ২০১৯

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৪.২০১৯-২৭৪—যেহেতু, ডাঃ মাহাবুব আরা আব্বাছী (১১২৭২৩), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চকরিয়া, কক্সবাজার গত ২৫-০৮-২০১৮ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ১৩-০৩-২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৪.২০১৯-১৫৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মাহাবুব আরা আব্বাছী (১১২৭২৩), গত ২৫-০৮-২০১৮ হতে ৩১-০১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত পীরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রংপুরে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি Arthrities ও Pre-diabetes এ আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হলে ছুটির দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু যথাসময়ে ছুটির অনুমোদন না হওয়ায় ও ছুটি বিষয়ে তার অজ্ঞানতার জন্য তিনি উক্ত সময়ে কর্মস্থলে হাজির হতে পারেননি। তিনি তার এ কাজের জন্য লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তবে একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ছুটিতে যাওয়া সমীচীন ছিল। তিনি বর্তমানে কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত আছেন এবং কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করছেন;

সেহেতু, ডাঃ মাহাবুব আরা আব্বাছী (১১২৭২৩), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চকরিয়া, কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক হওয়ায় এবং বর্তমানে চাকুরীরত রয়েছেন বিধায় তাকে এবারের মত সতর্ক করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময় ২৫-০৮-২০১৮ হতে ৩১-০১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫ মাস ৬ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বকেয়া সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না। তাকে এ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮০.২০১৭-২৭৫—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল খালেক (১০১৬১৫), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরশুরাম, ফেনী ১৭ মার্চ, ২০১৭ খ্রিঃ "জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস" উপলক্ষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি হাসপাতালসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করার নির্দেশনা থাকলেও মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করেনি, ১৭ মার্চ, ২০১৭ খ্রিঃ "জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস" যথাযোগ্য মর্যাদায় মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পালন করেননি; ১৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ পহেলা বৈশাখ ১৪২৪ উপলক্ষে সরকারি হাসপাতালসমূহে উন্নতমানের ঐতিহ্যবাহী বাঙালী খাবার পরিবেশনের নির্দেশনা থাকলেও তা প্রতিপালন করেননি বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ১৭-১০-২০১৭ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮০.২০১৯-৪৪০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল খালেক (১০১৬১৫), ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল খালেক (১০১৬১৫), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরশুরাম, ফেনী এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক বর্ণিত কার্যধারা সূচনা করা হয় এবং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী তিরস্কার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং তাকে এ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-২২৬—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ১১ ধারার (১)(ক) উপধারার বিধান অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব এর পরিবর্তে জনাব মাকসুরা নুর, এনডিসি, যুগ্মসচিব-কে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত [তবে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য] নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-২২৭—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১০(১)(ঙ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব এর পরিবর্তে, জনাব রুখসানা হাসিন, এনডিসি, যুগ্মসচিব-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত [তবে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য] নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মহিন উদ্দিন
সহকারী প্রধান।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ১৬ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৬৪/২০০৪(অংশ-১)-১৩৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আঃ বারী, মাতা-মৃত রাকেমা বেগম, গ্রাম-ভোলাবাড়ী, ডাকঘর-পবা, উপজেলা-পবা, জেলা-রাজশাহী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভার ০৬ ও ০৮ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৭০/৮৩-১৪৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে আব্দুস সালাম, পিতা-মৃত আব্দুল লতিব, মাতা-রুপবান, গ্রাম-পশ্চিম লম্বাবাক, ডাকঘর-সাচনা, উপজেলা-জামালগঞ্জ, জেলা-সুনামগঞ্জ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার ০৬ নং জামালগঞ্জ উত্তর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
টিও-০১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ বৈশাখ ১৪২৬/১৬ এপ্রিল ২০১৯

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৬.৯৯.০১০.১৪.১৭৯—দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ০৯ মার্চ ২০১৪ তারিখের গঠিত বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি সংশোধন করে নিম্নবর্ণিতভাবে বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি পুনর্গঠন করা হলো। কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদান করবে।

বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১।	জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী মাননীয় সংসদ সদস্য, সিলেট-৩ ও সদস্য, বাণিজ্য মন্ত্রণায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
০২।	জনাব মোহাম্মদ হাছান ইমাম খাঁন মাননীয় সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৪ ও সদস্য, বাণিজ্য মন্ত্রণায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
০৩।	সভাপতি এফবিসিসিআই
০৪।	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)।
০৫।	জনাব নাজমুল হাসান এম. পি সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি
০৬।	জনাব সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী চেয়ারম্যান, এপেক্স গ্রুপ
০৭।	জনাব মীর নাসির হোসেন চেয়ারম্যান, মীর গ্রুপ
০৮।	জনাব আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি
০৯।	জনাব মাহবুবুর রহমান সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স টএন্ড ইন্ডাস্ট্রি
১০।	মিসেস নিহাদ কবির সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা।
১১।	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
১২।	জনাব মাহবুবুল আলম সভাপতি, চিটাগং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
১৩।	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট, আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ
১৪।	জনাব সেলিমা আহমেদ এম. পি প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
১৫।	জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান এম.পি সভাপতি বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)
১৬।	জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)

১৭।	জনাব মোঃ আমিনউল্লাহ সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসাসিয়েশন
১৮।	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন সভাপতি, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস্ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
১৯।	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম মুর্শিদি এম. পি সভাপতি, এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
২০।	জনাব এম শাহদাৎ হোসাইন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল এন্ড লিলেন ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
২১।	জনাব কামরান টি রহমান সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ারস ফেডারেশন
২২।	জনাব আবুল কাশেম চেয়ারম্যান, আবুল খায়ের গ্রুপ
২৩।	জনাব ফজলুর রহমান চেয়ারম্যান, সিটি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
২৪।	জনাব শেহজাদ মুনিম সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
২৫।	জনাব মোস্তফা কামাল চেয়ারম্যান, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
২৬।	জনাব আহমেদ আকবর সোবহান প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ পেপার মিলস্ এসোসিয়েশন
২৭।	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম চেয়ারম্যান, ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিঃ
২৮।	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের খান সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাসচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ)
২৯।	জনাব আলমগীর শামসুল আলামিন সভাপতি, রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)
৩০।	ব্যারিস্টার মাফরুহা মারফি বাণিজ্য আইন বিশেষজ্ঞ, দি লিগ্যাল সার্কেল

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিরাজুল ইসলাম উকিল
উপসচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ বৈশাখ ১৪২৬/৩০ এপ্রিল ২০১৯

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০১২.১৮-১১৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আনসার আলী, ডিসিও (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম {প্রাক্তন ডেপুটি সিওপিএস (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম} বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের পরিবহন ও বাণিজ্যিক বিভাগের জেটিআই পদোন্নতি পরীক্ষার নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত পদোন্নতি পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা হতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি ১১-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আনসার আলী, ডিসিও (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম {প্রাক্তন ডেপুটি সিওপিএস (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম}-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৯-২০১৮ তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০১২.১৮-৩০৪ নং স্মারকযোগে অভিযোগ-নামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানানোর জন্য বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১১-১০-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং ১৪-১১-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলা তদন্তের জন্য ০৬-১২-২০১৮ তারিখে অত্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (অডিট) জনাব রশিদুল হাসান-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আনসার আলী, ডিসিও (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম {প্রাক্তন ডেপুটি সিওপিএস (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম}-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০১৮-এর পরীক্ষার খাতায় মূল্যায়ন সংক্রান্ত অভিযোগ সরকার পক্ষ হতে সরবরাহকৃত নথিপত্র , অভিযুক্তের জবানবন্দী, সরকার পক্ষের জবানবন্দী, সরকারপক্ষ ও অভিযুক্তের পারস্পরিক জেরা এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক উভয় পক্ষকে জেরার ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে তিনি প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আনসার আলী, ডিসিও (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম {প্রাক্তন ডেপুটি সিওপিএস (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম}-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধিতে আনীত **'অসদাচরণ'** (Misconduct)-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পার্সোনেল সেবা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ চৈত্র ১৪২৫/২৪ মার্চ ২০১৯

নং ৫৬.০০.০০০০.০১৫.১৮.০০৪.১৯-৩০৩—ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা-১২ অনুযায়ী জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সদস্যবৃন্দ

(খ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(গ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা

(ঙ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব

(চ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

(ছ) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

(জ) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(ঝ) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ

(ঞ) পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(ট) ইন্সপেক্টর জেলারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ

(ঠ) চেয়ারম্যান, বিটিআরসি

(ড) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

(ঢ) পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

সদস্য-সচিব

(ণ) মহাপরিচালক, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

২। কাউন্সিলের কার্যপরিধি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং এ আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন কার্য।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব।

স্বরাষ্ট্র **মন্ত্রণালয়**
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ বৈশাখ ১৪২৬/২৮ এপ্রিল ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৩৫৩—নাটোর জেলার সদর থানার মামলা নং-৫২, তারিখ: ১৯-০৭-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবির সদস্য ও সমর্থক কর্তৃক অপরাধ সংগঠনে ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৩৫৪—রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী মডেল থানার মামলা নং-১১, তারিখ: ০৭-০৭-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হয়ে সন্ত্রাস ও নাশকতার মাধ্যমে সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৩৫৫—চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও থানার মামলা নং-২৯, তারিখ: ২৪-১২-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জনগরে নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী কার্যের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৩৫৬—রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার মামলা নং-১০, তারিখ: ০৭-০৭-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবির সদস্য পদ গ্রহণ, সমর্থন ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংগঠনের ষড়যন্ত্রের অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলরুবা খাতুন
সহকারী সচিব।

রাজনৈতিক অধিশাখা-৪

আদেশ

তারিখ : ০২ মে ২০১৯ খ্রিঃ

নং স্ব:ম:নির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)-২৯২—আগামী ০৫ মে, ২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৯ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক অধিশাখা-০৬ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০১৭-২০১৮, তারিখ : ০২-০৫-২০১৯ এর অনুচ্ছেদ নং-১৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে (The Arms Act, 1878 (Act XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করিল :

(১) ০২ মে ২০১৯ তারিখ হতে ০৮ মে ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সকল ধরনের বৈধ অস্ত্রের মালিক/লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক অস্ত্র বহন, অস্ত্র প্রদর্শন এবং অস্ত্রসহ চলাফেরা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইল।

(২) যাহারা এই আদেশ লংঘন করিবেন তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুল জলিল
উপসচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৫/২১ মার্চ ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩৩.১৮-২৪৪—মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৩য় আদালত, চট্টগ্রাম-এর সিআর মামলা নং-৯৩১/২০১৮ (পাঁচলাইশ)-এ উল্লিখিত অপরাধ দেশের বাহিরে সংঘটিত হয়েছে বিধায় ঘটনাটি তদন্তের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ১৫ বৈশাখ ১৪২৬/২৮ এপ্রিল ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৭.১৯-৩৪৯—চট্টগ্রাম জেলার সিআর মামলা নং-১৪২/১৮ (রাঙ্গুনিয়া), তারিখ: ১০-০৬-২০১৮ খ্রিঃ এ উল্লিখিত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে মামলা তদন্তের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৩৫০—নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া থানার মামলা নং-০৫, তারিখ: ১১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ এ উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে মামলা আমলে নেয়ার লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলরুবা খাতুন
সহকারী সচিব।